W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 198 /WBHRC/SMC/2017

Date: 28. 06.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ei Samay, a Bengali daily dated 28.06.2017, captioned ' পথেই পড়ে মৃত্যু, দেখল না মহানগর'

The Commissioner of Police, Barrackpore Police Commissionarate is directed to furnish a detailed report by 25th August, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 28.06. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and uploaded in the website.

SDD

পথেই পড়ে মৃত্যু, দেখল না মহানগর

দমদমের সাতগাছিতে রাস্তার পাশে এ ভাবেই দু'ঘণ্টা পড়েছিলেন চন্দন বসু — এই সময়

এই সময়: দু'ঘণ্টা পথে পড়ে থেকে মৃত্যু হল প্রৌঢ়ের। দেখেও দেখল না শহর। তাঁকে যখন দমদম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, তখন সব শেষ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলে দমদমের সাতগাছিতে। মৃতের নাম চন্দন বসু (৬১)। বাড়ি দমদমের দক্ষিণপাড়ায়। এই ঘটনায় যেমন প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা, তেমনই প্রশ্ন উঠছে নাগরিকের বিবেক নিয়ে। ওই ব্যক্তি দক্ষিণপাড়ার বাড়িতে একাই থাকতেন।

ঠিক কী ঘটেছিল? স্থানীয় সূত্রে খবর, সকালে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন চন্দনবাবু। বেলা ১টা নাগাদ সাতগাছির মোড়ে আচমকা তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যান। অভিযোগ, পৌনে তিনটে পর্যন্ত তিনি ওই ভাবেই পড়ে ছিলেন। যে জায়গায় এই ঘটনা, সেখান থেকে দক্ষিণ দমদম পুর হাসপাতাল, কামারডাঙা ফাঁড়ি এমনকী পুরসভাও ঢিল ছোড়া দূরত্বে। পাশেই সাতগাছি অটো স্ট্যান্ড। তা হলে কেন প্রায় দু'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তাঁকে পড়ে থাকতে হল? সাতগাছি-বাগুইআটি রুটের অটোচালক শুভ দাশগুপ্ত বলছেন, 'ভয়েই ওঁকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সাহস দেখায়নি।' কীসের ভয়? অটোচালকের জবাব, 'রাস্তায় পড়ে থাকা কোনও ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভর্তি করতে নানান সমস্যা হয়, পুলিশি ঝামেলাও থেকে যায়।' স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মীর মাধ্যমেই ঘটনার কথা জানতে পারেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কমল মণ্ডল। তিনিই পুলিশকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তবে দমদম থানার দুই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও থানার গাড়িতে ওই ভদ্রলোককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। ছোট ম্যাটাডরে করেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অথচ, ওই চত্বরে গাড়ির কোনও অভাব নেই, দমদম থানা এবং দু'টি ফাঁড়ি মিলিয়ে গাড়ির সংখ্যা ৫টি। তবু কেন ওই ব্যক্তির জন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করা গেল না? কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি দমদম থানা। ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিসি জোন-২ ধ্রুবজ্যোতি দে ঘটনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাস্থলে যে পুলিশকর্মীরা গিয়েছিলেন, তাঁদের থেকে পুরো ঘটনার বিবরণ জানতে চেয়েছি। যদি অভিযোগ সত্যি হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ঘটনায় হতবাক দক্ষিণ দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান পাচু রায়ও। তিনি বলছেন, 'সাতগাছি অত্যন্ত জনবহুল জায়গা। সেখানে একজন দু-ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পড়ে থাকলেন এটা খুবই দুঃখজনক। শুধু পুলিশ নয়, স্থানীয় মানুষেরও ওঁর প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে আসা উচিত ছিল।'